দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২৩ মে ২০১২

# ওয়েব ব্রাউজারের শীর্ষে এখন গুগল ক্রোম

ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে গত কয়েকবছর ধরে বেশ ভালো প্রতিযোগিতা চলছে মাইক্রোসফটের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগল'র গুগল ক্রোম আর মজিলার ফায়ারফক্সের মধ্যে। এর বাইরে অপেরা বা অ্যাপল'র সাফারি বাজারে থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগুলো যোজন যোজন পিছিয়ে এক্সপ্লোরার, ক্রোম আর ফায়ারফক্সের চেয়ে। এখনও পর্যন্ত ওয়েব ব্রাউজারের রাজত্বে শীর্ষস্থান অটুট রেখেই চলছিলো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। তবে গত এক বছরে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহারকারী হারানোর ফলে এবার প্রথমবারের মতন এক্সপ্লোরারকে ছাপিয়ে গেলো গুগল ক্রোম। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দেশে এবং টুকরো টুকরো কিছু সময়ের জন্য তারা শীর্ষে অবস্থান করলেও এবার তারা গোটা বিশ্বের হিসেবেই উঠে এসেছে শীর্ষস্থানে। ওয়েব বিষয়ক বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ সংস্থা স্ট্যাটকাউন্টারের সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য জানিয়েছে পিসি ওয়ার্ল্ড। স্ট্যাটকাউন্টারের এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী এখন গুগল ক্রোমের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩২.৭৬ শতাংশ। আর তাতে করে তারা ছাড়িয়ে গেছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে, যাদের বর্তমান ব্যবহারকারী ৩১.৯৪ শতাংশ। আর তৃতীয় স্থানে থাকা ফায়ারফক্সের ব্যবহারকারী এখন ২৫ শতাংশ। এক বছর আগেও এই চিত্র ছিলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স এবং ক্রোম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৪৩, ২৯ এবং ১৯ শতাংশ। সেখান থেকে গত এক বছরে কেবল ক্রোমের ব্যবহারকারীই বেড়েছে। এক্সপ্লোরার তাদের ব্যবহারকারী হারিয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ এবং ফায়ারফক্স ব্যবহারকারী হারিয়েছে প্রায় ৪ শতাংশ। সেই ফাঁকে প্রায় ১৩ শতাংশ ব্যবহারকারী বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রোমই এখন বিশ্বের শীর্ষ ওয়েব ব্রাউজার। বিশ্বব্যাপী হিসেবে শীর্ষে থাকলেও ক্রোম অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে এক্সপ্লোরার থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ব্যবহারকারী প্রায় ৩৭ ভাগ। আর ক্রোমের ব্যবহারকারী প্রায় ২৩ ভাগ। আর যুক্তরাষ্ট্রেও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফায়ারফক্স। তাদের ব্যবহারকারী প্রায় ২২ ভাগ। এদিকে এশিয়া অঞ্চলে ব্যবহারকারীর হিসেবে ক্রোম রয়েছে এগিয়ে। এই অঞ্চলে তাদের ব্যবহারকারী প্রায় ৩৮ শতাংশ। যেখানে এক্সপ্লোরার এবং ফায়ারফক্সের ব্যবহারকারী যথাক্রমে ৩২ এবং ২৪ শতাংশ। ইউরোপে আবার তিনটি ব্রাউজারই রয়েছে একদম কাছাকাছি অবস্থানে। শীর্ষে থাকা ফায়ারফক্স, ক্রোম এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ব্যবহারকারী ইউরোপে যথাক্রমে ৩০.৬৯, ২৯.৪৫ এবং ২৮.৪ শতাংশ। আফ্রিকাতেও ৪০ শতাংশ ব্যবহারকারী নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ফায়ারফক্স। আফ্রিকায় দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ক্রোম এবং এক্সপ্লোরার। তবে এশিয়া অঞ্চলে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনেক বেশি হওয়ায় ক্রোম সার্বিক বিচারে এগিয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। আবার ক্রোমের ব্যবহারকারী যে হারে বাড়ছে, তাতে করে খুব শীঘ্রই এক্সপ্লোরার থেকে ক্রোম আরও অনেক এগিয়ে যাবে বলেই ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা।

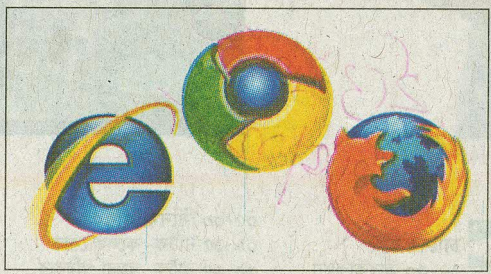

■ তরিকুর রহমান সজীব